সচিত্র কিশোর ক্লাসিক সিরিজ ০৩

দ্য থ্রি মাস্কেটিয়ার্স

আলেকজান্ডার দ্যুমা

রূপান্তর

সাদিয়া ইসলাম বৃষ্টি

বেঙ্গলবুকস

প্র কা শ ক
মাহমুদুল হাসান
বেঙ্গলবুকস

নোভা টাওয়ার, ২/১ নয়া পল্টন, ঢাকা ১০০০
বিশাল বুক কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : +88 01958519882, +88 01958519883
পরিবেশক : কিন্ডারবুকস, বেঙ্গলবুকস

বইটির কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ বই কম্পোজ বা ফটোকপি আকারে বিক্রয় বা সরবরাহ অবৈধ। এ বইয়ের কোনো লেখা বা চিত্র হুবহু, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে ছাপানো এমনকি কোনো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা কপিরাইট আইন, ২০২৩ অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

ISBN : 978-984-99516-6-7

www.bengalbooks.com.bd
email : info@bengalbooks.com.bd

দ্য থ্রি মাস্কেটিয়ার্স

আলেকজান্ডার দ্যুমা
রূপান্তর : সাদিয়া ইসলাম বৃষ্টি

প্রথম প্রকাশ : চৈত্র ১৪৩১, মার্চ ২০২৫
কপিরাইট © প্রকাশক
প্রচ্ছদ : আজহার ফরহাদ
অলঙ্করণ : পাবলো মার্কোস স্টুডিও
বর্ণবিন্যাস ও কম্পিউটার গ্রাফিক্স : ক্রিয়েটিভ ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
মুদ্রণ : প্রিন্ট ওয়ার্কস, ২৯ মিরপাড়া, আমুলিয়া রোড, ডেমরা, ঢাকা ১৩৬০
অনলাইন ডিস্ট্রিবিউটর : রকমারি ডট কম, বাতিঘর ডট কম
ভারতে পরিবেশক : ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

মূল্য : ১৮০ টাকা

The Three Musketeers by Alexandre Dumas
Translated by Sadia Islam Bristi
First published in hardback in Bangladesh by BengalBooks in 2025
Copyright reserved by the Publisher

Printed and bound in Bangladesh

আলেকজান্ডার দ্যুমা

আলেকজান্ডার দ্যুমা (২৪ জুলাই ১৮০২—৫ ডিসেম্বর ১৮৭০) বিখ্যাত ফরাসি ঔপন্যাসিক, যিনি ইতিহাস-আশ্রিত রোমাঞ্চোপন্যাস লেখক হিসেবে খ্যাতি কুড়িয়েছিলেন। এক জীবনে ছয়শোর বেশি বই লিখেছেন দ্যুমা। তাঁর লেখা উপন্যাসগুলো প্রায় ১০০টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে, যা তাঁকে ফরাসি লেখকদের মধ্যে বহির্বিশ্বে সবচেয়ে বেশি পরিচিত করে তুলেছে। নাট্যচর্চা দিয়ে সাহিত্যিক জীবন শুরু করলেও, নিবন্ধ ও ভ্রমণগদ্যেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলোর মধ্যে *দ্য কাউন্ট অব মন্টিক্রিস্টো, দ্য থ্রি মাস্কেটিয়ার্স, টোয়েন্টি ইয়ার্স আফটার, দ্য ভিকন্ট অব ব্রাজলন : টেন ইয়ার্স লেটার, দ্য ম্যান ইন দি আয়রন মাস্ক* অন্যতম। আলেকজান্ডার দ্যুমার উপন্যাস অবলম্বনে প্রায় দুই শতাধিক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে।

সূ চি প ত্র

প্র থ ম অ ধ্যা য় । প্যারিসের পথে ০৭

দ্বি তী য় অ ধ্যা য় । মাস্কেটিয়ারদের কাপ্তান ১৯

তৃ তী য় অ ধ্যা য় । একদিনে তিনটি ডুয়েল ২৯

চ তু র্থ অ ধ্যা য় । দার্তানিয়ঁর ঘরে অতিথি ৪৫

প ঞ্চ ম অ ধ্যা য় । কোর্টের ষড়যন্ত্র ৫৯

ষ ষ্ঠ অ ধ্যা য় । কার্ডিনালের চর ৭৩

স প্ত ম অ ধ্যা য় । হিরের টুকরো ৮৩

অ ষ্ট ম অ ধ্যা য় । লন্ডন অভিযান ৯৩

ন ব ম অ ধ্যা য় । অনুষ্ঠানের দিনে ১১৩

দ শ ম অ ধ্যা য় । মিলাডি দে উইন্টার ১২৩

এ কা দ শ অ ধ্যা য় । প্রতিশোধের পরিকল্পনা ১৪৯

দ্বা দ শ অ ধ্যা য় । খুনের পাঁয়তারা ১৭১

ত্র য়ো দ শ অ ধ্যা য় । আবার খুন ১৮৫

চ তু র্দ শ অ ধ্যা য় । শাস্তির পালা ২০১

প ঞ্চ দ শ অ ধ্যা য় । চার মাস্কেটিয়ার্স ২১৩

সাহসী গাস্কোন দার্তানিয়াঁ

প্রথম অধ্যায়

প্যারিসের পথে

মিউং। ফ্রান্সের ছোট্ট এক শহর। ১৬২৫ সালের এপ্রিল মাস। সকাল সকাল কাজে নেমে পড়েছে শহরের সব বাসিন্দা। এমন সময় ভেসে এলো ঘোড়ার খুরের শব্দ। নিজেদের কাজ বাদ দিয়ে সবাই হা করে তাকিয়ে থাকলো ঘোড়া আর ঘোড়সওয়ারির দিকে। হালকা কমলা রঙ পশমের অদ্ভুত গড়ন পনিটার। লেজে একরত্তি পশম নেই। নিজের চেহারা নিয়ে লজ্জা পেয়েই যেনো মাথা নুইয়ে রেখেছে ঘোড়াটা। তবে সওয়ারির চোখেমুখে কোনো বিকার নেই। এই লোক গাস্কোনির না হয়ে পারেই না। দক্ষিণ ফ্রান্সের শহর ওটা। শহরের বাসিন্দারা একটু কেমন যেনো। এমন বিদঘুটে ঘোড়ার পিঠে বুক ফুলিয়ে ঘোরার সাহস একমাত্র ওদেরই আছে।

ঠিকই ধরেছে সবাই। তরুণ ঘোড়সওয়ারি আর কেউ নয়, গাস্কোনির বাসিন্দা দার্তানিয়ঁ। রাজার মাস্কেটিয়ার হতে

প্যারিসে যাচ্ছে সে। রাজার মাস্কেটিয়ার হওয়া কি যে সে কথা! কী অসম্ভব সাহস ওদের, কেমন শক্ত বুকের পাটা। নাহ, ফ্রান্সের রাজা অষ্টম লুইয়ের মাস্কেটিয়ার বাহিনীতে না গেলেই নয়।

তবে একেবারে খালি পকেটে বেরোয়নি গাস্কোন। সঙ্গে করে বাবার দেওয়া তিনটা উপহার নিয়ে এসেছে সে। বাড়ি থেকে বেরোবার আগে পনেরোটা স্বর্ণমুদ্রা, পারিবারিক বহু পুরনো একটা তলোয়ার, সঙ্গে একটা চিঠি ধরিয়ে দিয়েছে বাবা। চিঠিটা অবশ্য যাকে তাকে নয়, রাজার মাস্কেটিয়ার বাহিনীর কাপ্তান মঁসিয়ে দে ত্রেভিয়েকে উদ্দেশ করে লেখা।

'দেখ্ বাবা, তলোয়ার চালানোর তরিকা তোকে শিখিয়ে পাঠাচ্ছি আমি। কখনো সামনে কোনো লড়াইয়ের আহ্বান আসলে পিছু হটিস না। মনে রাখিস, তুই শুধু আমার ছেলেই না, তুই একজন গাস্কোন। আর গাস্কোনরা ডুয়েলে কখনোই ভয় পায় না!' চলে আসার সময় বাবার বলা এই কথাগুলো এখনো কানে বাজছে দার্তানিয়ঁর।

মিউং-এ জলি মিলারের সরাইখানার সামনে এসে থামলো দার্তানিয়ঁর পনি। মাটিতে নামতে না নামতেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা তিনজন লোক ফিরে তাকালো। বার দুয়েক তাকিয়ে দমকা হাসিতে ফেটে পড়লো তারা।

'কী দেখে এতো হাসি পাচ্ছে বলবেন জনাব? তাহলে

বাবার দেওয়া উপহার

আমিও একটু হেসে নিতাম।' চেহারা স্বাভাবিক রেখে লোকগুলোর দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিলো দার্তানিয়ঁ।

তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা, কালো চুলের লোকটার চেহারা থেকে হাসি মুছে গেলো। এক চোখে কালো পট্টি লাগানো তার। গালে ক্ষত। প্রথমে পনি, আর তারপর পনির মালিকের দিকে তাকালো সে।

'আপনার সঙ্গে কথা বলেছি আমি?' কণ্ঠে স্পষ্ট উপহাস।

'না, আপনি বলেননি, কিন্তু আমি বলছি।' রাগে চিৎকার করে উঠলো দার্তানিয়ঁ।

তার রাগকে অবশ্য পাত্তা দিলো না ভয়ংকরদর্শন লোকটা। পনির দিকে আঙুল তুলে পাশের জনকে কী যেনো ফিসফিস করে বললো সে। সঙ্গে সঙ্গে হাসির দমক ছুটলো আবার।

আর সহ্য হলো না দার্তানিয়ঁর। খাপ থেকে তলোয়ার টেনে নিলো সে। 'এখনো ভদ্রভাবে বলছি। আপনি ঘোড়ার ওপরে হাসছেন ঠিক আছে, কিন্তু ঘোড়ার মালিকের ওপরে হাসলে ভালো হবে না একদম।'

'আমার হাসি, আমি হাসবো। যার ওপর ইচ্ছে, যখন ইচ্ছে হাসবো। আপনার তাতে কী?' বলে হাত নাড়িয়ে দার্তানিয়ঁকে উড়িয়ে দিয়ে দলবল নিয়ে সরাইখানার ভেতরে ঢুকে গেলো লোকটা।

তবে দার্তানিয়ঁ সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই। এভাবে

পনির দিকে তাকিয়ে দমকা হাসিতে ফেটে পড়লো লোকগুলো

কেউ তাকে নিয়ে হাসবে আর সে সহ্য করে যাবে তা তো হয় না। লোকটার পেছন পেছন ছুটে গেলো সে। 'খবরদার চলে যাবেন না, জনাব। নয়তো পেছন থেকেই আপনাকে আক্রমণ করতে বাধ্য হবো আমি।'

মুহূর্তের মধ্যে নিজের তলোয়ার বের করে ঘুরে দাঁড়ালো লোকটা। তবে সে একা নয়, তার দুই বন্ধুও লাঠি আর কোদাল নিয়ে এগিয়ে এলো দার্তানিয়ঁর দিকে। মাথায় প্রথমে লাঠির আঘাতই পড়ল। প্রথম আঘাতে মাথা ফাটে, দ্বিতীয় আঘাতে জ্ঞান হারালো দার্তানিয়ঁ।

সরাইখানার দুই কর্মচারী এসে অজ্ঞান তরুণকে ভেতরে নিয়ে গেলো। বিছানায় তাকে শোয়াতেই পকেট থেকে কী যেনো পড়লো একটা। চিঠি! সরাইখানার মালিক চোখ বোলালেন চিঠিতে। মাস্কেটিয়ারদের কাপ্তানের কাছে লেখা দার্তানিয়ঁর বাবার চিঠি।

'ওই তিনজন লোককে ডাকো। চিঠিটা ওদের দেখা দরকার,' বিড়বিড় করে কর্মচারীদের বললেন তিনি।

অবাক হয়ে গেলো লোকগুলো চিঠিটা দেখে। 'এই বাচ্চা ছেলের আমার শত্রুর কাছে কীসের কাজ? এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই এখন। যে কাজে এখানে এসেছি সেটা আগে করা দরকার। ম্যামের সঙ্গে দেখা করাটা সবচেয়ে জরুরি এখন। চিঠির ব্যাপারে পরে ভাবা যাবে।' বললো লোকটা।

সরাইখানার মালিক চোখ বোলালেন চিঠিটাতে

ততক্ষণে দার্তানিয়ঁর হুঁশ ফিরে এসেছে। কোনোরকমে দরজার কাছে পৌঁছতেই চোখে কালো পট্টি পরা লোকটাকে দেখতে পেলো সে আবার। লোকটা একা নয়, আলিশান এক ঘোড়ার গাড়িতে অসম্ভব সুন্দরী এক তরুণীর সঙ্গে কথা বলছে সে। আবছাভাবে তাদের কথা কানে এলো দার্তানিয়ঁর।

'কার্ডিনাল আপনাকে এক্ষুনি ইংল্যান্ডে ফেরার নির্দেশ দিয়েছেন, ম্যাম। পারলে মাঝেমধ্যেই কোর্টে যান। ডিউক লন্ডন ত্যাগ করলে তা সঙ্গে সঙ্গে কার্ডিনালকে জানানো দরকার।'

'সবটাই বুঝলাম। তবে দেরি শুধু আমার না, তোমারও হচ্ছে। তোমারও এখান থেকে দ্রুত সরে পড়া উচিৎ। অন্তত আজ একটা বাচ্চা ছেলের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে যে কালক্ষেপণ করলে, সেটা করা একদম ঠিক হচ্ছে না কিন্তু।'

দেরি না করে নিজের ঘোড়ায় উঠে বসলো লোকটা। ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো প্যারিসের উদ্দেশে।

'পালিয়ে যাচ্ছে কাপুরুষটা!' চিৎকার করতে করতে দরজা খুলে দৌড় দিলো দার্তানিয়ঁ। কিন্তু শরীর এখনো দুর্বল। ক্ষতগুলো তাজা। কয়েক পা এগিয়েই থেমে গেলো সে। সরাইখানায় ফিরে এলো আবার। মাথায় প্রচণ্ড রাগ টগবগ করছে। তবে তার মধ্যেও একটু আগে শোনা

কার্ডিনাল আপনাকে এক্ষুনি ইংল্যান্ডে ফেরার নির্দেশ দিয়েছেন, ম্যাম

কথাগুলো বারবার মনে পড়তে লাগলো। কার্ডিনাল রিশেলিও-এর কথা বলছিলো ওরা নিশ্চয়। ফ্রান্সের সত্যিকারের শাসক এই কার্ডিনাল। অবশ্য ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম চার্লসের ক্ষমতাও পুরোটাই দেখানো। আসল শাসনটা করছেন ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী, বাকিংহামের ডিউক। কিন্তু ওদেরকে নিয়ে এতো কথা হচ্ছিলো কেনো? দুই দেশের মধ্যে কোনো যুদ্ধের পরিকল্পনা চলছে না তো? একমাত্র প্যারিসে পৌঁছলেই খোঁজটা নেওয়া সম্ভব।

পরের দিন ফিটফাট হয়ে বেরোবে, এমন সময় টের পেলো দার্তানিয়ঁ—বাবার দেওয়া চিঠিটা পকেটে আর নেই। রেগেমেগে সরাইখানার মালিকের কাছে গেলো সে। চিঠিটা তার লাগবেই।

‘ওহ স্যার! মাফ করবেন। কাল যার সঙ্গে লড়াই করেছিলেন, আপনি জ্ঞান হারানোর পর চিঠিটা উনিই নিয়ে গিয়েছেন।’

‘ওই বদমাশটা! প্যারিসে পৌঁছলেই স্যার মঁসিয়ে দে ত্রেভিয়ের কাছে অভিযোগ করবো আমি।’

মিউং থেকে বেরোনোর সময়েই বিড়বিড় করতে লাগলো সে। ‘সাজা ওকে পেতেই হবে! গাস্কোনির দার্তানিয়ঁর ক্ষমতা ঐ কালো পট্টিওয়ালা টের পায়নি এখনো!’

দার্তানিয়ঁর চিঠি হারিয়ে গিয়েছে

সত্যিকারের মাস্কেটিয়ারদের সাথে প্রথম দেখা

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাস্কেটিয়ারদের কাপ্তান

মঁসিয়ে দে ত্রেভিয়ের সদর দপ্তরের সামনের খোলা জায়গায় মাস্কেটিয়াররা ভিড় করে আছে। তাদের ওপর থেকে চোখ সরাতে কষ্ট হলো দার্তানিয়ঁর। অবশ্য কেউই বসে নেই। শোরগোল তুলে কেউ ডুয়েলের অনুশীলন করছে; কেউ কেউ আবার দল বেঁধে কথা বলছে আর হাসছে, হাতে পানীয়ের পাত্র ধরা। হাসির বিষয় বুঝতে কষ্ট হলো না। মাস্কেটিয়ারদের প্রতিপক্ষ (শত্রুও বলা যায়) কার্ডিনালের প্রহরীদের নিয়ে তামাশা চলছে ওদের মধ্যে।

দালানের সদর দরজায় প্রহরী দাঁড়ানো। তাকে গিয়ে জানালো দার্তানিয়ঁ, মঁসিয়ে দে ত্রেভিয়ের সঙ্গে দেখা করতে চায় সে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মাস্কেটিয়ারদের রাজা নিজে এসে হাজির হলেন। দার্তানিয়ঁকে ওপরে নিজের অফিসে যেতে

বলেই থমকে দাঁড়ালেন তিনি। দরজার বাইরে উঁকি মেরে চিৎকার করে উঠলেন, 'আথোস! পোরথোস! আরামিস!'

দার্তানিয়ঁ বুঝে পেলো না সে কি ওপরে উঠবে, নাকি অপেক্ষা করবে। ত্রেভিয়ের অবশ্য সেদিকে মনোযোগ নেই। দ্রুত অফিসে ঢুকে চিন্তিত চেহারায় পায়চারি করলেন তিনি কিছুক্ষণ। ওদিকে তার ডাকে দুই মাস্কেটিয়ার বাইরের আড্ডা ছেড়ে অফিসে চলে এসেছে। তাদের পেছন পেছন উঠে এসেছে দার্তানিয়ঁও।

হঠাৎ থেমে গেলো পায়চারি। রাগে গমগম করছে ত্রেভিয়ের চেহারা। 'ছেলেরা, মহামান্য কার্ডিনাল খবর পাঠিয়েছেন। গতকাল আমার তিন মাস্কেটিয়ার নাকি পানশালায় মারামারি বাঁধিয়ে দিয়েছিলো। কার্ডিনালের প্রহরীরা আটক করতে বাধ্য হয়েছিলো তিনজনকে। আগেই বলে রাখছি, মিথ্যে বলবে না একদম। তোমাদেরকে খুব ভালো করেই চিনেছে ওরা। এই যে তুমি, পোরথোস, তুমি ছিলে। আরামিস, তুমিও ছিলে... আর তুমি...আথোস কোথায়? তোমাদের তিনজনকেই ডেকেছি আমি।'

'স্যার, আথোসের শরীরটা ভালো না।' মন খারাপ করে বললো আরামিস।

'হবেই তো! মারামারি করে জখম হয়েছে নিশ্চয়ই!'

'কী করবো বলুন, স্যার!' পোরথোস মুখ খুললো এবার।

পোরথোস আর আরামিসকে বকলেন ত্রেভিয়ে

‘ওদের ছয়টা প্রহরীর সামনে আমরা তিনজন পারবো কীভাবে? তবে লড়াই সেয়ানে সেয়ানে হয়েছে একদম। আথোসের ছাতি আর ডান কাঁধে খুব বাজেভাবে লেগেছে যদিও। তবে হ্যাঁ, পালিয়ে এসেছি আমরা শেষ পর্যন্ত। ধরে রাখতে পারেনি ওরা।’

‘আচ্ছা! তার মানে কার্ডিনাল পুরো গল্পটা বলেনি আমাকে,’ হাসলো ত্রেভিয়ে।

কথাবার্তার এই পর্যায়ে দরজাটা হালকা করে খুলে গেলো।

‘আথোস!’ গলা চড়লো মঁসিয়ে দে ত্রেভিয়ের।

‘আমাকে ডেকেছেন স্যার,’ দুর্বল কণ্ঠে বললো আথোস।

‘তোমার কথাই হচ্ছিলো! তোমার সবগুলো বন্ধুকে বলতে যাচ্ছিলাম, এমন ফালতু কারণে জীবনের ঝুঁকি নেওয়া তোমাদের মানায় না। তবে সত্যিই, গর্ব করার মতো কাজ করেছো তোমরা!’

এগিয়ে গিয়ে আথোসের হাত ধরে ঝাঁকালেন ত্রেভিয়ে। ব্যথায় হালকা একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এলো মাস্কেটিয়ারের ঠোঁট বেয়ে। সেদিকে অবশ্য ত্রেভিয়ের নজর নেই। তিনি পোরথোস আর আরামিসকে সাধুবাদ জানাতে ব্যস্ত তখন।

মাস্কেটিয়াররা বিদায় নিলে দার্তানিয়ঁর দিকে ফিরলেন ত্রেভিয়ে। ‘এবার বলো, তোমার বাবা ছিলেন আমার সবচেয়ে পুরনো বন্ধু। তার ছেলেকে পাঠিয়েছে সে আমার কাছে। কী করতে পারি তোমার জন্য?’

'আথোস!'

‘মঁসিয়ে, মাস্কেটিয়ার হবো বলে এখানে এসেছিলাম। তবে এখন মনে হচ্ছে এতো বড় সম্মানের যোগ্য হয়তো আমি নই।’

‘মাস্কেটিয়ার তো হতেই পারো। তবে তার জন্য যে তোমাকে লোয়ার রেজিমেন্টে দুই বছর ট্রেনিং নিতে হবে। আর তা না হলেও কোনো একটা সাহসের কাজ করে দেখাতে হবে।’

‘বাবা একটা চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন আমাকে। ওটা দেখলেই বুঝতেন আমার কোনো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই স্যার। তবে আসার পথেই চিঠিটা চুরি গিয়েছে।’

মিউং-এ ঘটা সব ঘটনা খুলে বললো দার্তানিয়ঁ। কীভাবে ঝামেলায় জড়িয়ে গেলো সে, কীভাবে অচেনা কিছু লোক ওর চিঠি চুরি করে নিয়ে গেলো। সব।

‘মনে করে বলো তো দার্তানিয়ঁ, যার কথা বলছো, তার চেহারায় কোনো ক্ষত ছিলো?’ ত্রেভিয়ের কণ্ঠে আগ্রহ।

‘হ্যাঁ স্যার, ডান গালে।’

‘আর বাম চোখের ওপরে কালো পট্টি?’

‘জি স্যার। একদম ঠিক বলেছেন।’

‘আর ওকে কোনো মহিলার নাম বলতে শুনেছিলে?’

‘তরুণীকে লোকটা মিলেডি, মানে ম্যাম বলে ডাকছিলো।’

‘কী বলছিলো লোকটা ওই মেয়েটাকে?’

‘বলছিলো, কার্ডিনাল নির্দেশ দিয়েছে সে যেনো তাড়াতাড়ি

মিউং-এ ঘটা সব ঘটনা খুলে বললো দার্তানিয়ঁ